প্রথম আলো

তারিখ 07 MAR 2014
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

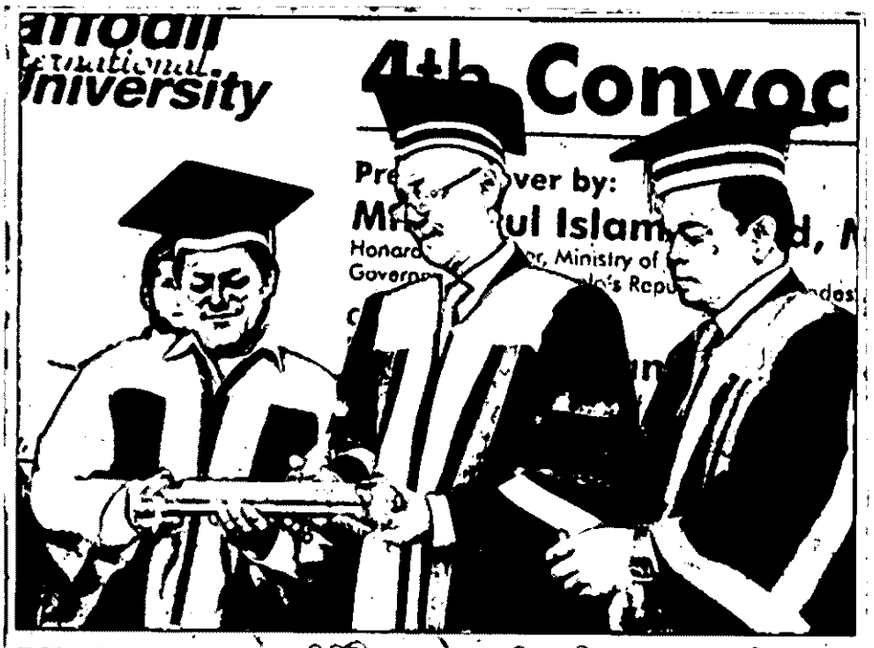

অচ্যুত সামন্তর হাতে সম্মানসূচক ডিগ্রির সনদ তুলে দেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। পাশে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. সবুর খান ● ছবি : প্রথম আলো

ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির চতুর্থ সমাবর্তন

ডিগ্রি পেলেন অচ্যুত সামন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

ফুলের রঙে রং ছড়িয়ে/ জ্ঞানের আলোয় দেয় ভরিয়ে/ জীবনের জয়গানে/ সময়ের সাথে, সম্ভাবনায়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের এ সমবেত 'থিম সং' যেন মনে করিয়ে দিচ্ছিল তাঁদের এবারের সমাবর্তন অন্য সব বারের চেয়ে আলাদা।

গতকাল ঢাকার আওলিয়ায় নিজেদের স্থায়ী ক্যাম্পাসে প্রথমবারের মতো সমাবর্তন অনুষ্ঠান আয়োজন করে এই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। চতুর্থ সমাবর্তনে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সম্মানসূচক ডিলিট ডিগ্রি দিয়েছে ভারতের ওড়িশার শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবক অচ্যুত সামন্তকে। তাঁর হাতে সম্মানসূচক ডিলিট সনদ তুলে দেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. সবুর খান।

শিক্ষামন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় বলেন, অচ্যুত সামন্তর কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। তিনি প্রমাণ করেছেন, ইচ্ছাশক্তি থাকলেই অনেক কিছু করা সম্ভব। তিনি বলেন, তিনি শুরু থেকেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব ক্যাম্পাসের ওপর জোর দিয়ে আসছেন। মন্ত্রী ছাত্রদের কর্মমুখী শিক্ষার ওপরও জোর দেন।

> ৬৬ পৃথিবী আজ তোমাদের ডাকছে। তোমাদের ডাক এসেছে জীবনসংগ্রামে জয়ী হবার
>
> **অচ্যুত সামন্ত**
> ভারতের ওড়িশার শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবক

সমাবর্তন উপলক্ষে সকাল থেকেই ক্যাম্পাসজুড়ে ছিল শিক্ষার্থীদের আনন্দমুখর উপস্থিতি।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই বক্তব্য দেন মো. সবুর খান। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, 'এই ক্যাম্পাস তোমাদের। তোমরা সেই সৌভাগ্যবান, যারা আমাদের স্থায়ী ক্যাম্পাসের প্রথম সমাবর্তনে হাজির থাকার সুযোগ পেয়েছ। আজ, আমি মনে করি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসেও একটি মনে রাখার মতো দিন। কারণ, আমরা মহামান্য রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে প্রথমবারের মতো ডিলিট ডিগ্রি প্রদান করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।'

'ওড়িশার বিস্ময়' অচ্যুত সামন্তকে ঘিরে বাড়তি আগ্রহ ছিল সমবেত শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, সুধীজন—সবার মধ্যেই। সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছিল অচ্যুত সামন্ত বক্তৃতা মঞ্চে আসার পর হাততালিতে। সেই হাততালি দীর্ঘতর হয়েছে যখন অচ্যুত সামন্ত তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই বললেন, 'বাংলার মাটিকে প্রণাম। আজ এই ক্যাম্পাসে এসে আমি বিমোহিত। এই ডিলিট সম্মাননা আমার জন্য একটা বড় সম্মান।'

অচ্যুত সামন্ত সমাবর্তনে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, 'পৃথিবী আজ তোমাদের ডাকছে। তোমাদের ডাক এসেছে জীবনসংগ্রামে জয়ী হবার।'

তিনি তাঁর গড়া কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সের আদলে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সহায়তায় ঢাকাতেও একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন।

গতকালের সমাবর্তনে তিন হাজারের বেশি শিক্ষার্থী অংশ নেন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক এম লুৎফর রহমান এবং কলিঙ্গ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির রেক্টর অধ্যাপক সত্যেন্দ্র পটনায়েক। ছিলেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির ডিনরা।

সন্ধ্যায় অচ্যুত সামন্তর সম্মানে ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি সংবর্ধনার আয়োজন করে। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন ভারতের হাইকমিশনার পঙ্কজ সরন। তিনি বলেন, 'আমি মনে করি, মানবতাই দুই দেশের মানুষকে একসঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারে।'

সংবর্ধনায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আতিউর রহমান, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রোকেয়া আফজাল রহমান, যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত তরুণ সাবিরুল ইসলাম প্রমুখ।